পঞ্চদশ অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের মহিমা

এই অধ্যায়ে ভরত মহারাজের বংশধরদের এবং অন্যান্য রাজাদের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ ভরতের পুত্রের নাম সুমতি। তিনি ঋষভদেব প্রদত্ত জীবন্মুক্তির মার্গ অনুসরণ করেছিলেন। কিছু মানুষ ভ্রান্তিবশত সুমতিকে বুদ্ধদেবের অবতার বলে মনে করেছিলেন। সুমতির পুত্র দেবতাজিৎ এবং তাঁর পুত্র দেবদ্যুম্ন। দেবদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী এবং তাঁর পুত্র প্রতীহ। প্রতীহ ছিলেন মহান বিষ্ণুভক্ত, এবং তাঁর তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্‌গাতা। প্রতিহর্তার দুই পুত্র অজ এবং ভূমা। ভূমার পুত্র উদ্‌গীথ এবং উদ্‌গীথের পুত্র প্রস্তাব। প্রস্তাবের পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র পৃথুষেণ এবং পৃথুষেণের পুত্র নক্ত। নক্তের পত্নী দ্রুতির গর্ভে বিখ্যাত রাজর্ষি গয়ের জন্ম হয়। মহারাজ গয় ছিলেন বিষ্ণুর অংশ এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির ফলে তিনি মহাপুরুষ উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজ গয়ের পুত্রদের নাম ছিল চিত্ররথ, সুমতি এবং অবরোধন। চিত্ররথের পুত্র মহারাজ সম্রাট, তাঁর পুত্র মরীচি এবং মরীচির পুত্র বিন্দু। বিন্দুর পুত্র মধু এবং মধুর পুত্র বীরব্রত। বীরব্রতের দুই পুত্র মন্থু ও প্রমন্থু, এবং মন্থুর পুত্র ভৌবন। ভৌবনের পুত্র ত্বষ্টা এবং ত্বষ্টার পুত্র বিরজ, যিনি তাঁর বংশকে উজ্জ্বল করেছিলেন। বিরজের একশত পুত্র এবং একটি কন্যা ছিল। তাদের মধ্যে শতজিৎ নামক পুত্রটি অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ভরতস্যাত্মজঃ সুমতির্নামাভিহিতো যমু হ বাব কেচিৎ পাখণ্ডিন ঋষভপদবীমনুবর্তমানং চানার্যা অবেদসমাম্নাতাং দেবতাং স্বমনীষয়া পাপীয়স্যা কলৌ কল্পয়িষ্যন্তি ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন; **ভরতস্য**—ভরত মহারাজের; **আত্মজঃ**—পুত্র; **সুমতিঃ নাম-অভিহিতঃ**—সুমতি নামক; **যম্**—যাঁকে; **উ হ বাব**—বাস্তবিকপক্ষে; **কেচিৎ**—কোন; **পাখণ্ডিনঃ**—বৈদিক জ্ঞানবিহীন নাস্তিক; **ঋষভ-পদবীম্**—মহারাজ ঋষভদেবের মার্গ; **অনুবর্তমানম্**—অনুসরণ করে; **চ**—এবং; **অনার্যাঃ**—অনার্য (যারা নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ পালন করে না); **অবেদ-সমাম্নাতাম্**—বেদে যার উল্লেখ নেই; **দেবতাম্**—ভগবান বুদ্ধদেব অথবা বৌদ্ধ বিগ্রহের সমান; **স্বমনীষয়া**—তাদের স্বকপোলকল্পিত; **পাপীয়স্যা**—অত্যন্ত পাপী; **কলৌ**—কলিযুগে; **কল্পয়িষ্যন্তি**—কল্পনা করবে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ ভরতের পুত্র সুমতি ঋষভদেবের মার্গ অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু কতকগুলি পাষণ্ডী তাঁকে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব বলে কল্পনা করেছিল। এই সমস্ত দুর্জন যারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক, তারা বৈদিক নির্দেশকে কল্পিত বলে মনে করে, এবং তাদের স্বকপোলকল্পিত মতবাদের দ্বারা তাদের কার্যকলাপের সমর্থন করে। এই সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তিরা সুমতিকে বুদ্ধদেব বলে স্বীকার করে প্রচার করেছিল যে, সকলেরই কর্তব্য সুমতির পন্থা অনুসরণ করা। এইভাবে তারা মনোধর্মের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যাঁরা আর্য তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ পালন করেন, কিন্তু এই কলিযুগে আর্য-সমাজ নামক একটি সংস্থা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যারা পরম্পরার ধারায় বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এই সংস্থার নেতারা সমস্ত প্রামাণিক আচার্যদের নিন্দা করে এবং নিজেদের বৈদিক নিয়মের প্রকৃত অনুগামী বলে প্রচার করে। এই সমস্ত তথাকথিত আচার্যরা যারা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করে না, তারা বর্তমানে আর্য-সমাজ বা জৈন নামে পরিচিত। তারা কেবল বৈদিক নির্দেশই অস্বীকার করে না, অধিকন্তু ভগবান বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সুমতির আচরণ অনুকরণ করে তারা নিজেদের ঋষভদেবের অনুগামী বলে দাবি করে। বৈষ্ণবেরা সাবধানতার সঙ্গে তাদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকেন, কারণ তারা বৈদিক মার্গ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—"বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে জানা।" সেটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে অবগত নয়, তাঁদের আর্য বলে স্বীকার করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার

ভগবান বুদ্ধদেব *ভাগবত-ধর্ম* প্রচার করার জন্য এক বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যারা ছিল সম্পূর্ণরূপে নাস্তিক, তাদের কাছে তিনি প্রচার করেছিলেন। নাস্তিকেরা ভগবানকে চায় না, তাই বুদ্ধদেব প্রচার করেছিলেন যে ভগবান নেই, কিন্তু তাঁর অনুগামীদের মঙ্গলের জন্য তিনি এই বিশেষ উপায়টি অবলম্বন করেছিলেন। তাই, ভগবান সম্বন্ধে নীরব থেকে তিনি ছলনাপূর্বক নাস্তিকদের কাছে প্রচার করেছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের অবতার।

শ্লোক ২

তস্মাদ্ বৃদ্ধসেনায়াং দেবতাজিন্নাম পুত্রোঽভবৎ ॥ ২ ॥

তস্মাৎ—সুমতি থেকে; **বৃদ্ধসেনায়াম্**—বৃদ্ধসেনা নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; **দেবতাজিৎ-নাম**—দেবতাজিৎ নামক; **পুত্রঃ**—একটি পুত্র; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

বৃদ্ধসেনা নামক পত্নীর গর্ভে সুমতির দেবতাজিৎ নামক একটি পুত্র উৎপন্ন হয়।

শ্লোক ৩

অথাসুর্যাং তত্তনয়ো দেবদ্যুম্নস্ততো ধেনুমত্যাং সুতঃ পরমেষ্ঠী তস্য সুবর্চলায়াং প্রতীহ উপজাতঃ ॥ ৩ ॥

অথ—তারপর; **আসুর্যাম্**—আসুরী নামক পত্নীর গর্ভে; **তৎ-তনয়ঃ**—দেবতাজিৎ-এর এক পুত্র; **দেবদ্যুম্নঃ**—দেবদ্যুম্ন নামক; **ততঃ**—দেবদ্যুম্ন থেকে; **ধেনুমত্যাম্**—ধেনুমতী নামক দেবদ্যুম্নের পত্নীর গর্ভে; **সুতঃ**—একটি পুত্র; **পরমেষ্ঠী**—পরমেষ্ঠী নামক; **তস্য**—পরমেষ্ঠীর; **সুবর্চলায়াম্**—সুবর্চলা নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; **প্রতীহঃ**—প্রতীহ নামক পুত্র; **উপজাতঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

তারপর, দেবতাজিতের পত্নী আসুরীর গর্ভে দেবদ্যুম্ন নামক এক পুত্র হয়। দেবদ্যুম্নের পত্নী ধেনুমতীর গর্ভে পরমেষ্ঠী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরমেষ্ঠীর সুবর্চলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রতীহ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

শ্লোক ৪

য আত্মবিদ্যামাখ্যায় স্বয়ং সংশুদ্ধো মহাপুরুষমনুসস্মার ॥ ৪ ॥

যঃ—যিনি (মহারাজ প্রতীহ); **আত্ম-বিদ্যাম্ আখ্যায়**—বহু মানুষকে অধ্যাত্মবিদ্যা উপদেশ দেওয়ার পর; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সংশুদ্ধঃ**—আত্মজ্ঞান লাভের প্রভাবে পবিত্র হয়ে এবং অত্যন্ত উন্নতি সাধন করে; **মহা-পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **অনুসস্মার**—যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সর্বদা স্মরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ প্রতীহ স্বয়ং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। তার ফলে তিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এক মহান ভক্তে পরিণত হয়ে সাক্ষাৎভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেছিলেন।

তাৎপর্য

অনুসস্মার শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণভাবনা কোন কাল্পনিক বা মনোধর্ম-প্রসূত পন্থা নয়। শুদ্ধ এবং উন্নত ভক্ত ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। মহারাজ প্রতীহ তা করেছিলেন, এবং সাক্ষাৎভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করার ফলে, তিনি আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান ব্যাখ্যা করে ভগবানের বাণীর প্রচারক হয়েছিলেন। ভণ্ডেরা কখনও প্রকৃত প্রচারক হতে পারে না। প্রচারকের সর্বপ্রথমে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, *উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ*—"যিনি তত্ত্বদর্শন করেছেন, তিনিই কেবল তত্ত্বজ্ঞান দান করতে পারেন।" *তত্ত্বদর্শী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি পূর্ণরূপে ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। এই প্রকার ব্যক্তি গুরু হতে পারেন এবং সারা পৃথিবী জুড়ে বৈষ্ণব দর্শন প্রচার করতে পারেন। প্রকৃত প্রচারক এবং গুরুর আদর্শ প্রতীক হচ্ছেন মহারাজ প্রতীহ।

শ্লোক ৫

প্রতীহাৎসুর্বচলায়াং প্রতিহর্ত্রাদয়স্ত্রয় আসন্নিজ্যাকোবিদাঃ সূনবঃ প্রতিহর্তুঃ স্তুত্যামজভূমানাবজনিষাতাম্ ॥ ৫ ॥

প্রতীহাৎ—মহারাজ প্রতীহ থেকে; **সুর্বচলায়াম্**—তাঁর পত্নী সুর্বচলার গর্ভে; **প্রতিহর্তৃ-আদয়ঃ ত্রয়ঃ**—প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্গাতা নামক তিন পুত্র; **আসন্**—উৎপন্ন

হয়েছিল; **ইজ্যা-কোবিদাঃ**—যাঁরা বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন; **সূনবঃ**—পুত্র; **প্রতিহর্তুঃ**—প্রতিহর্তা থেকে; **স্তুত্যাম্**—স্তুতী নামক পত্নীর গর্ভে; **অজ-ভূমানৌ**—অজ এবং ভূমা নামক দুই পুত্র; **অজনিষাতাম্**—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

সুবর্চলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রতীহের প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্‌গাতা নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর এই তিন পুত্র বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। স্তুতী নামক পত্নীর গর্ভে প্রতিহর্তার অজ এবং ভূমা নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৬

ভূম্ন ঋষিকুল্যায়ামুদ্‌গীথস্ততঃ প্রস্তাবো দেবকুল্যায়াং প্রস্তাবান্নিযুৎসায়াং হৃদয়জ আসীদ্বিভুর্বিভো রত্যাং চ পৃথুষেণস্তস্মান্নক্ত আকূত্যাং জজ্ঞে নক্তাদ্ দ্রুতিপুত্রো গয়ো রাজর্ষিপ্রবর উদারশ্রবা অজায়ত সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোর্জগদ্ রিরক্ষিষয়া গৃহীতসত্ত্বস্য কলাত্মবত্ত্বাদিলক্ষণেন মহাপুরুষতাং প্রাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

ভূম্নঃ—মহারাজ ভূমা থেকে; **ঋষিকুল্যায়াম্**—ঋষিকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে; **উদ্‌গীথঃ**—উদ্‌গীথ নামক পুত্র; **ততঃ**—মহারাজ উদ্‌গীথ থেকে; **প্রস্তাবঃ**—প্রস্তাব নামক পুত্র; **দেবকুল্যায়াম্**—দেবকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে; **প্রস্তাবাৎ**—মহারাজ প্রস্তাব থেকে; **নিযুৎসায়াম্**—নিযুৎসা নামক পত্নীর গর্ভে; **হৃদয়-জঃ**—পুত্র; **আসীৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **বিভুঃ**—বিভু নামক; **বিভোঃ**—রাজা বিভু থেকে; **রত্যাম্**—রতী নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; **চ**—ও; **পৃথুষেণঃ**—পৃথুষেণ নামক; **তস্মাৎ**—রাজা পৃথুষেণ থেকে; **নক্তঃ**—নক্ত নামক পুত্র; **আকূত্যাম্**—আকূতী নামক পত্নীর গর্ভে; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **নক্তাৎ**—মহারাজ নক্ত থেকে; **দ্রুতি-পুত্রঃ**—দ্রুতির গর্ভে একটি পুত্র; **গয়ঃ**—মহারাজ গয় নামক; **রাজর্ষি-প্রবরঃ**—রাজর্ষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **উদারশ্রবাঃ**—অত্যন্ত পুণ্যবান রাজারূপে বিখ্যাত; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **সাক্ষাৎ ভগবতঃ**—স্বয়ং ভগবান; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **জগৎ-রিরক্ষিষয়া**—সারা জগৎকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে; **গৃহীত**—গর্ভসঞ্চার হয়েছিল; **সত্ত্বস্য**—শুদ্ধ সত্ত্বগুণে; **কলা-আত্ম-বত্ত্ব-আদি**—সাক্ষাৎ ভগবানের অবতাররূপে; **লক্ষণেন**—লক্ষণের দ্বারা; **মহাপুরুষতাম্**—মানব-সমাজের নেতারূপ প্রধান (সমস্ত জীবের মহান নায়ক ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো); **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ঋষিকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে মহারাজ ভূমার উদ্‌গীথ নামক পুত্রের জন্ম হয়। দেবকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে উদ্‌গীথের প্রস্তাব নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, এবং নিযুৎসা নামক পত্নীর গর্ভে প্রস্তাবের বিভু নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রতী নামক পত্নীর গর্ভে বিভুর পৃথুষেণ নামক পুত্রের জন্ম হয়। আকূতী নামক পত্নীর গর্ভে পৃথুষেণের নক্ত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। নক্তের পত্নী ছিলেন দ্রুতি, এবং তাঁর গর্ভে মহারাজ গয় জন্মগ্রহণ করেন। গয় ছিলেন অত্যন্ত বিখ্যাত ও পুণ্যবান রাজা এবং তাই তিনি রাজর্ষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিষ্ণু এবং তাঁর অংশ-প্রকাশেরা যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের পালনকার্য করেন, তাঁরা সর্বদাই বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। ভগবান বিষ্ণুর অবতার হওয়ার ফলে, মহারাজ গয়ও বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত ছিলেন। সেই জন্য মহারাজ গয় পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান সমন্বিত ছিলেন। তাই তাঁকে মহাপুরুষ বলা হত।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, ভগবানের অনেক অবতার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ, এবং কেউ অংশের বিভিন্ন অংশ। ভগবানের সাক্ষাৎ অবতারকে বলা হয় অংশ বা স্বাংশ, এবং অংশের অংশকে বলা হয় কলা। কলার মধ্যে রয়েছে বিভিন্নাংশ জীব। তাদের জীবতত্ত্বের মধ্যে গণনা করা হয়। যাঁরা সাক্ষাৎ বিষ্ণু থেকে আসেন তাঁদের বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব এবং তাঁদের কখনও *মহাপুরুষ* বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম *মহাপুরুষ,* এবং কখনও কখনও ভক্তদেরও *মহাপুরুষ* বলা হয়।

শ্লোক ৭

স বৈ স্বধর্মেণ প্রজাপালন পোষণপ্রীণনোপলালনানুশাসনলক্ষণেনেজ্যাদিনা চ ভগবতি মহাপুরুষে পরাবরে ব্রহ্মণি সর্বাত্মনার্পিতপরমার্থলক্ষণেন ব্রহ্মবিচ্চরণানুসেবয়াপাদিতভগবদ্ভক্তিযোগেন চাভীক্ষ্ণশঃ পরিভাবিতাবিশুদ্ধমতিরুপরতানাত্ম্য আত্মনি স্বয়মুপলভ্যমানব্রহ্মাত্মানুভবোঽপি নিরভিমান এবাবনিমজূগুপৎ ॥ ৭ ॥

সঃ—সেই মহারাজ গয়; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **স্বধর্মেণ**—তাঁর কর্তব্য অনুসারে; **প্রজাপালন**—প্রজাপালন; **পোষণ**—পোষণ; **প্রীণন**—সর্বতোভাবে তাদের সুখী করা;

উপলালন—পুত্রবৎ লালন করা; **অনুশাসন**—তাদের ভুলের জন্য কখনও কখনও শাসন করা; **লক্ষণেন**—রাজার লক্ষণের দ্বারা; **ইজ্যাদিনা**—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **চ**—ও; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **মহাপুরুষে**—পরম পুরুষ; **পর-অবরে**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের উৎস; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্ম ভগবান বাসুদেবকে; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **অর্পিত**—শরণাগত; **পরম-অর্থ-লক্ষণেন**—পারমার্থিক লক্ষণের দ্বারা; **ব্রহ্মবিৎ**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্তদের; **চরণ-অনুসেবয়া**—শ্রীপাদপদ্মের সেবার দ্বারা; **আপাদিত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ভগবৎ-ভক্তি-যোগেন**—ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা; **চ**—ও; **অভীক্ষ্ণশঃ**—নিরন্তর; **পরিভাবিত**—পরিপ্লুত; **অতি-শুদ্ধ-মতিঃ**—যাঁর চেতনা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ (যিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন যে, দেহ এবং মন আত্মা থেকে ভিন্ন); **উপরত-অনাত্ম্যে**—যার দেহাত্মবুদ্ধি নিরস্ত হয়েছে; **আত্মনি**—আত্মায়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উপলভ্যমান**—উপলব্ধি লাভ করে; **ব্রহ্ম-আত্ম-অনুভবঃ**—ব্রহ্মরূপে যিনি নিজেকে উপলব্ধি করেন; **অপি**—যদিও; **নিরভিমানঃ**—অভিমানশূন্য; **এব**—এইভাবে; **অবনিম্**—সারা পৃথিবী; **অজুগুপৎ**—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কঠোরতা সহকারে শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ গয় তাঁর প্রজাদের পূর্ণরূপে সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, যাতে সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পত্তি অপহরণ করতে না পারে। সমস্ত প্রজাদের যাতে কোন রকম খাদ্যাভাব না হয়, সেই জন্য তিনি সচেতন ছিলেন (তাকে বলা হয় পোষণ)। প্রজাদের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি কখনও কখনও তাদের উপহার বিতরণ করতেন (একে বলা হয় প্রীণন)। তিনি কখনও কখনও প্রজাদের সভায় আহ্বান করে মধুর বাক্যের দ্বারা তাদের উৎসাহিত করতেন (একে বলা হয় উপলালন)। কিভাবে সর্বোচ্চ স্তরের নাগরিক হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে তিনি তাদের সদুপদেশ দিতেন (তাকে বলা হয় অনুশাসন)। এই রকমই ছিল মহারাজ গয়ের রাজোচিত চরিত্র। আর তা ছাড়া রাজা গয় গৃহস্থরূপে গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত নিয়ম কঠোরতা সহকারে পালন করতেন। তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন এবং তিনি ছিলেন ভগবানের একনিষ্ঠ শুদ্ধ ভক্ত। তাঁকে মহাপুরুষ বলা হত, কারণ তিনি রাজারূপে তাঁর প্রজাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন, এবং একজন গৃহস্থরূপে তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতেন যাতে চরমে তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হতে পারেন। ভগবদ্ভক্তরূপে তিনি সর্বদা অন্য ভক্তদের

সম্মান প্রদর্শনে প্রস্তুত থাকতেন এবং ভক্তদের ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতেন। একে বলা হয় ভক্তিযোগের পন্থা। তাঁর এই সমস্ত দিব্য কার্যাবলীর প্রভাবে মহারাজ পৃথু সর্বদা দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ এবং তাই সর্বদা তিনি আনন্দময় ছিলেন। তিনি কখনও জড়-জাগতিক শোক অনুভব করেননি। যদিও তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ ছিলেন, তবুও তাঁর মধ্যে কোন রকম গর্ব ছিল না এবং তিনি রাজ্য শাসনের প্রতি আসক্ত ছিলেন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং অসুরদের বিনাশের জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*) এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। রাজা যেহেতু ভগবানের প্রতিনিধি, তাই কখনও কখনও তাঁকে নরদেব বলা হয়, অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন দেবতা। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, তাঁকে এই পার্থিব স্তরে ভগবানের মতো পূজা করা হয়। ভগবানের প্রতিনিধি রূপে রাজার কর্তব্য নাগরিকদের এমনভাবে পালন-পোষণ করা যাতে তাদের খাদ্য এবং সুরক্ষার জন্য কোন রকম করতে না হয়, এবং তারা যাতে সব সময় আনন্দিত থাকে। রাজা তাদের কল্যাণের জন্য সবকিছু সরবরাহ করেন, এবং সেই জন্য রাজা কর ধার্য করেন। রাজা অথবা সরকার যদি নাগরিকদের উপর কর ধার্য করে অথচ তাদের প্রতিপালন না করে, তাহলে তারা প্রজাদের পাপের ভাগী হয়। কলিযুগে রাজতন্ত্র লুপ্ত হয়ে গেছে কারণ রাজারা কলিযুগের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। *রামায়ণ* থেকে জানা যায়, বিভীষণ যখন রামচন্দ্রের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কোন কারণে যদি তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের শর্ত ভঙ্গ করেন, তাহলে তিনি কলিযুগে ব্রাহ্মণ অথবা রাজা হবেন। এইভাবে বিভীষণ ইঙ্গিত করেছিলেন যে, এই কলিযুগে ব্রাহ্মণ এবং রাজারা অত্যন্ত জঘন্য অবস্থায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই যুগে কোন রাজা বা ব্রাহ্মণ নেই, এবং তাদের অভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ নিয়ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আছে। মহারাজ গয় ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর একজন আদর্শ প্রতিনিধি, তাই তিনি মহাপুরুষ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

তস্যেমাং গাথাং পাণ্ডবেয় পুরাবিদ উপগায়ন্তি ॥ ৮ ॥

তস্য—মহারাজ গয়ের; **ইমাম্**—এই সমস্ত; **গাথাম্**—মহিমা কীর্তনকারী কাব্য; **পাণ্ডবেয়**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পুরা-বিদঃ**—পুরাণের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে যাঁরা অবগত; **উপগায়ন্তি**—গান করেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পুরাণবিদ্ পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দ্বারা মহারাজ গয়ের মহিমা কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

মহান রাজাদের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্তমান শাসকদের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারে। বর্তমানে যারা পৃথিবী শাসন করছে, সেই সমস্ত শাসকদের মহারাজ গয়, মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পৃথু প্রমুখ রাজাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা লাভ করা উচিত, যাতে তারা এমনভাবে প্রজাশাসন করতে পারে যার ফলে তাদের সমস্ত প্রজারা সুখী হতে পারে। বর্তমানে রাষ্ট্র-সরকার প্রজাদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক উন্নতি সাধন না করে তাদের থেকে কর আদায় করছে। *বেদে* এই প্রকার আচরণ অনুমোদন করা হয়নি।

শ্লোক ৯

গয়ং নৃপঃ কঃ প্রতিযাতি কর্মভি-
র্যজ্বাভিমানী বহুবিদ্ধর্মগোপ্তা ।
সমাগতশ্রীঃ সদসস্পতিঃ সতাং
সৎসেবকোঽন্যো ভগবৎকলামৃতে ॥ ৯ ॥

গয়ম্—মহারাজ গয়; **নৃপঃ**—রাজা; **কঃ**—কে; **প্রতিযাতি**—তুল্য; **কর্মভিঃ**—শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; **যজ্বা**—সর্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা; **অভিমানী**—সারা বিশ্বে অত্যন্ত সম্মানিত; **বহুবিৎ**—বৈদিক শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত; **ধর্ম-গোপ্তা**—সকলের ধর্মরক্ষক; **সমাগত-শ্রীঃ**—সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সমন্বিত; **সদসঃ-পতিঃ সতাম্**—মহান ব্যক্তিদের সভায় যিনি সভাপতি; **সৎ-সেবকঃ**—ভক্তদের সেবক; **অন্যঃ**—অন্য কেউ; **ভগবৎ-কলাম্**—ভগবানের কলা অবতার; **ঋতে**—বিনা।

অনুবাদ

মহারাজ গয় সর্বপ্রকার বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে পারদর্শী। তিনি ধর্মরক্ষক এবং

সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সমন্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সজ্জনদের নায়ক এবং ভক্তদের সেবক, এবং তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত ভগবানের কলা অবতার ছিলেন। তাই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে কে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে?

শ্লোক ১০

যমভ্যষিঞ্চন্ পরয়া মুদা সতীঃ
সত্যাশিষো দক্ষকন্যাঃ সরিদ্ভিঃ ।
যস্য প্রজানাং দুদুহে ধরাশিষো
নিরাশিষো গুণবৎসস্নুতোধাঃ ॥ ১০ ॥

যম্—যাঁকে; **অভ্যষিঞ্চন্**—অভিষেক করেছিলেন; **পরয়া**—পরম; **মুদা**—হর্ষ সহকারে; **সতীঃ**—পতিব্রতা নারী; **সত্য**—সত্য; **আশিষঃ**—যাঁদের আশীর্বাদ; **দক্ষ-কন্যাঃ**—মহারাজ দক্ষের কন্যা; **সরিদ্ভিঃ**—পবিত্র জলের দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **দুদুহে**—পূর্ণ করেছিলেন; **ধরা**—পৃথিবী; **আশিষঃ**—সমস্ত বাসনার; **নিরাশিষঃ**—যদিও তাঁর নিজের কোন বাসনা ছিল না; **গুণ-বৎস-স্নুত-উধাঃ**—মহারাজ গয়ের প্রজা পালনাদি গুণাবলী দর্শন করে, গাভীসদৃশা পৃথিবীর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হত।

অনুবাদ

মহারাজ দক্ষের শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি সাধ্বী কন্যারা, যাঁদের আশীর্বাদ অব্যর্থ, তাঁরা পবিত্র জল দিয়ে মহারাজ গয়ের অভিষেক করেছিলেন। পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করে সেখানে এসেছিলেন এবং মহারাজ গয়ের সমস্ত সদ্‌গুণ দর্শন করে যেন তিনি তাঁর বৎসকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর স্তন থেকে তখন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছিল। অর্থাৎ, মহারাজ গয় পৃথিবী থেকে সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করে তাঁর প্রজাদের বাসনা চরিতার্থ করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন বাসনা ছিল না।

তাৎপর্য

মহারাজ গয়ের দ্বারা শাসিত পৃথিবীকে একটি গাভীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং যে সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা তিনি প্রজাপালন করেছিলেন, সেগুলিকে বৎসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বৎসের উপস্থিতিতে গাভী দুগ্ধ দান করে; তেমনই গোরূপী পৃথিবী মহারাজ গয়ের সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করেছিলেন, যিনি তাঁর

প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য সমস্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারতেন। তা সম্ভব হয়েছিল কারণ দক্ষের সাধ্বী কন্যারা পবিত্র জলের দ্বারা তাঁর অভিষেক করেছিলেন। রাজা অথবা শাসক যদি উচ্চতর অধিকারিদের দ্বারা আশীর্বাদ পুষ্ট না হন, তাহলে তিনি সন্তোষজনকভাবে প্রজাপালন করতে পারেন না। শাসকদের সদ্‌গুণের মাধ্যমেই প্রজারা সুখী হয় এবং সুযোগ্য হয়।

শ্লোক ১১

ছন্দাংস্যকামস্য চ যস্য কামান্
দুদুহুরাজহ্রুরথো বলিং নৃপাঃ ।
প্রত্যঞ্চিতা যুধি ধর্মেণ বিপ্রা
যদাশিষাং ষষ্ঠমংশং পরেত্য ॥ ১১ ॥

ছন্দাংসি—বেদের সমস্ত অঙ্গ; **অকামস্য**—যাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন বাসনা নেই; **চ**—ও; **যস্য**—যাঁর; **কামান্**—সমস্ত কাম্য বস্তুর; **দুদুহুঃ**—দোহন করেছিলেন; **আজহ্রুঃ**—প্রদান করেছিলেন; **অথো**—এইভাবে; **বলিম্**—উপহার; **নৃপাঃ**—সমস্ত রাজারা; **প্রত্যঞ্চিতাঃ**—তার বিপক্ষে যুদ্ধ করে সন্তুষ্ট হয়ে; **যুধি**—যুদ্ধে; **ধর্মেণ**—ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা; **বিপ্রাঃ**—সমস্ত ব্রাহ্মণেরা; **যদা**—যখন; **আশিষাম্**—আশীর্বাদের; **ষষ্ঠম্ অংশম্**—এক-ষষ্ঠাংশ; **পরেত্য**—পরবর্তী জীবনে।

অনুবাদ

যদিও মহারাজ গয়ের নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন বাসনা ছিল না, তবুও বৈদিক শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হত। অন্য যে সমস্ত রাজারা মহারাজ গয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা সকলে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ধর্মযুদ্ধে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা তাঁকে বহুবিধ উপহার প্রদান করতেন। তেমনই, তাঁর রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁর উদার দানের ফলে পরম সন্তুষ্ট ছিলেন। তার ফলে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ পরলোকে উপভোগের জন্য মহারাজ গয়কে দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

একজন ক্ষত্রিয় রাজারূপে মহারাজ গয়কে কখনও কখনও তাঁর সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁর অধীনস্থ রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত, কিন্তু সেই সমস্ত অধীনস্থ রাজারা কখনও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি, কারণ তাঁরা জানতেন যে, মহারাজ গয়

ধর্মের নিয়ম বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করতেন। তার ফলে তাঁরা তাঁর অধীনতা স্বীকার করে তাঁকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন। তেমনই, বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রতি এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তাঁরা তাঁর পরলোকের মঙ্গলের জন্য তাঁকে তাঁদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করেছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা সকলেই মহারাজ গয়ের প্রতি তাঁর উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মহারাজ গয় যুদ্ধ করে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন এবং দানের দ্বারা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। বৈশ্যদেরও সদয় বচন এবং স্নেহপূর্ণ আচরণের দ্বারা প্রসন্নতা বিধান করা হয়েছিল, এবং নিরন্তর যজ্ঞ করার ফলে প্রচুর উপাদেয় আহার ও দানের দ্বারা শূদ্রদের প্রসন্নতা বিধান করা হয়েছিল। এইভাবে মহারাজ গয় তাঁর সমস্ত প্রজাদের অত্যন্ত সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। যখন ব্রাহ্মণ এবং সাধু মহাত্মাদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তখন সম্মান প্রদর্শনকারী এবং সেবাকারী ব্যক্তিরাও তাঁদের পুণ্যকর্মের অংশীদার হন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) বলা হয়েছে, *তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*—বিনীতভাবে সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করতে হয়।

শ্লোক ১২

যস্যাধ্বরে ভগবানধ্বরাত্মা
মঘোনি মাদ্যত্যুরুসোমপীথে ।
শ্রদ্ধাবিশুদ্ধাচলভক্তিযোগ-
সমর্পিতেজ্যাফলমাজহার ॥ ১২ ॥

যস্য—যাঁর (মহারাজ গয়ের); **অধ্বরে**—তাঁর বিভিন্ন যজ্ঞে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধ্বর-আত্মা**—সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা যজ্ঞপুরুষ; **মঘোনি**—দেবরাজ ইন্দ্র যখন; **মাদ্যতি**—মদান্ধ হন; **উরু**—অত্যন্ত; **সোম-পীথে**—সোমরস পান করে; **শ্রদ্ধা**—ভক্তির দ্বারা; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **অচল**—এবং অবিচলিত; **ভক্তি-যোগ**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **সমর্পিত**—নিবেদিত; **ইজ্যা**—পূজার; **ফলম্**—ফল; **আজহার**—স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ গয়ের যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান হত এবং ইন্দ্র সেই যজ্ঞে এসে প্রচুর পরিমাণে সোমপান করে মত্ত হতেন। যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুও

সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হয়ে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ সহকারে সমর্পিত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করতেন।

তাৎপর্য

মহারাজ গয় এতই পুণ্যবান ছিলেন যে, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞের নৈবেদ্য গ্রহণ করার জন্য সেই যজ্ঞস্থলে আসতেন। মহারাজ গয় না চাইলেও সমস্ত দেবতা এবং স্বয়ং ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

যৎপ্রীণনাদ্বর্হিষি দেবতির্যঙ্-
মনুষ্যবীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চাৎ ।
প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্বজীবঃ
প্রীতঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্গয়স্য ॥ ১৩ ॥

যৎ-প্রীণনাৎ—ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে; **বর্হিষি**—যজ্ঞস্থলে; **দেব-তির্যক্**—দেবতা এবং পশু; **মনুষ্য**—মানব-সমাজ; **বীরুৎ**—গাছপালা; **তৃণম্**—তৃণ; **আ-বিরিঞ্চাৎ**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; **প্রীয়েত**—প্রসন্ন হয়েছিলেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **হ**—প্রকৃতপক্ষে; **বিশ্ব-জীবঃ**—যিনি সমগ্র জগতের সমস্ত জীবদের পালন করেন; **প্রীতঃ**—যদিও তিনি স্বাভাবিকভাবেই সন্তুষ্ট; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **প্রীতিম্**—সন্তোষ; **অগাৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **গয়স্য**—মহারাজ গয়ের।

অনুবাদ

ভগবান যখন কারও কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হন, তখন আপনা থেকেই সমস্ত দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, লতা, গুল্ম, তৃণ আদি এবং ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমগ্র জগতের জীবদের সন্তোষ উৎপাদিত হয়। সকলের অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবেই পরম সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনিও মহারাজ গয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে এসে বলেছিলেন, "আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।"

তাৎপর্য

এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে মানুষ দেবতা এবং জীব নির্বিশেষে সকলকেই সন্তুষ্ট করতে পারে। কেউ

যদি গাছের গোড়ায় জল ঢালে, তবে সমস্ত শাখা-প্রশাখা, পুষ্প-পল্লব পুষ্টি লাভ করে। যদিও ভগবান আত্মারাম, তবুও মহারাজ গয়ের ব্যবহারে তিনি এমনই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি স্বয়ং যজ্ঞক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এবং বলেন, "আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।" মহারাজ গয়ের সমতুল্য কে হতে পারে?

শ্লোক ১৪-১৫

গয়াদ্‌গয়ন্ত্যাং চিত্ররথঃ সুগতিরবরোধন ইতি ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুশ্চিত্ররথাদূর্ণায়াং সম্রাড়জনিষ্ট ॥ ১৪ ॥ তত উৎকলায়াং মরীচির্মরীচে র্বিন্দুমত্যাং বিন্দুমানুদপদ্যত তস্মাৎ সরঘায়াং মধুর্নামাভবন্মধোঃ সুমনসি বীরব্রতস্ততো ভোজায়াং মন্থুপ্রমন্থু জজ্ঞাতে মন্থোঃ সত্যায়াং ভৌবনস্ততো দূষণায়াং ত্বষ্টাজনিষ্ট ত্বষ্টুর্বিরোচনায়াং বিরজো বিরজস্য শতজিৎপ্রবরং পুত্রশতং কন্যা চ বিষূচ্যাং কিল জাতম্ ॥ ১৫ ॥

গয়াৎ—মহারাজ গয় থেকে; **গয়ন্ত্যাম্**—গয়ন্তী নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ নামক; **সুগতিঃ**—সুগতি নামক; **অবরোধনঃ**—অবরোধন নামক; **ইতি**—এই প্রকার; **ত্রয়ঃ**—তিন; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **বভূবুঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **চিত্ররথাৎ**—চিত্ররথ থেকে; **ঊর্ণায়াম্**—ঊর্ণা নামক পত্নীর গর্ভে; **সম্রাট্**—সম্রাট্ নামক; **অজনিষ্ট**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **উৎকলায়াম্**—উৎকলা নামক পত্নীর গর্ভে; **মরীচিঃ**—মরীচি নামক; **মরীচেঃ**—মরীচি থেকে; **বিন্দুমত্যাম্**—তাঁর পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে; **বিন্দুম্**—বিন্দু নামক পুত্র; **আনুদপদ্যত**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **সরঘায়াম্**—তাঁর পত্নী সরঘার গর্ভে; **মধুঃ**—মধু; **নাম**—নামক; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **মধোঃ**—মধু থেকে; **সুমনসি**—তাঁর পত্নী সুমনার গর্ভে; **বীরব্রতঃ**—বীরব্রত নামক এক পুত্র; **ততঃ**—বীরব্রত থেকে; **ভোজায়াম্**—ভোজা নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; **মন্থু-প্রমন্থু**—মন্থু এবং প্রমন্থু নামক দুই পুত্র; **জজ্ঞাতে**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **মন্থোঃ**—মন্থু থেকে; **সত্যায়াম্**—তাঁর পত্নী সত্যার গর্ভে; **ভৌবনঃ**—ভৌবন নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **দূষণায়াম্**—তাঁর পত্নী দূষণার গর্ভে; **ত্বষ্টা**—ত্বষ্টা নামক এক পুত্র; **অজনিষ্ট**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **ত্বষ্টুঃ**—ত্বষ্টা থেকে; **বিরোচনায়াম্**—বিরোচনা নামক পত্নীর গর্ভে; **বিরজঃ**—বিরজ নামক পুত্র; **বিরজস্য**—মহারাজ বিরজের; **শতজিৎ-প্রবরম্**—শতজিৎ প্রমুখ; **পুত্রশতম্**—একশত পুত্র; **কন্যা**—এক কন্যা; **চ**—ও; **বিষূচ্যাম্**—তাঁর পত্নী বিষূচীর গর্ভে; **কিল**—বাস্তবিকপক্ষে; **জাতম্**—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

গয়ন্তীর গর্ভে মহারাজ গয়ের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যাঁদের নাম ছিল—চিত্ররথ, সুগতি এবং অবরোধন। চিত্ররথ তাঁর পত্নী ঊর্ণার গর্ভে সম্রাট্ নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। তাঁর পত্নী উৎকলার গর্ভে সম্রাটের মরীচি নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মরীচি তাঁর পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে বিন্দু নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বিন্দুর পত্নী সরঘার গর্ভে মধু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মধু তাঁর পত্নী সুমনার গর্ভে বীরব্রত নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বীরব্রতের পত্নী ভোজার গর্ভে মন্থু এবং প্রমন্থু নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মন্থুর পত্নী সত্যার গর্ভে ভৌবন নামক এক পুত্র হয় এবং ভৌবন তাঁর পত্নী দূষণার গর্ভে ত্বষ্টা নামক এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। ত্বষ্টা তাঁর পত্নী বিরোচনার গর্ভে বিরজ নামক এক পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হন। বিরজের পত্নী ছিলেন বিষূচী, এবং তাঁর গর্ভে বিরজের শতজিৎ প্রমুখ এক শত পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

শ্লোক ১৬

তত্রায়ং শ্লোকঃ—

প্রৈয়ব্রতং বংশমিমং বিরজশ্চরমোদ্ভবঃ ।
অকরোদত্যলং কীর্ত্যা বিষ্ণুঃ সুরগণং যথা ॥ ১৬ ॥

তত্র—সেই সূত্রে; **অয়ম্ শ্লোকঃ**—একটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে; **প্রৈয়ব্রতম্**—মহারাজ প্রিয়ব্রত থেকে আসছে; **বংশম্**—বংশ; **ইমম্**—এই; **বিরজঃ**—মহারাজ বিরজ; **চরম-উদ্ভবঃ**—এক শত পুত্র (যাঁদের মধ্যে শতজিৎ ছিলেন প্রধান); **অকরোৎ**—অলঙ্কৃত করেছিলেন; **অতি-অলম্**—অত্যন্ত; **কীর্ত্যা**—তাঁর কীর্তির প্রভাবে; **বিষ্ণুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **সুর-গণম্**—দেবতারা; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

মহারাজ বিরজ সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে—"ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেমন তাঁর দিব্য প্রভাবের দ্বারা দেবতাদের অলঙ্কৃত করেন, ঠিক তেমনই মহারাজ বিরজ তাঁর মহৎ গুণাবলী এবং বিপুল যশোরাশির দ্বারা প্রিয়ব্রতের বংশকে ভূষিত করেছিলেন।"

তাৎপর্য

বাগানে ফুলের গাছ তার সুগন্ধি ফুলের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে। তেমনই কোন বংশে কেউ যদি প্রসিদ্ধ হয়, তাহলে সুগন্ধি পুষ্পের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়। তার জন্য সমগ্র বংশ বিখ্যাত হয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই যদুবংশ এবং যাদবেরা চিরকালের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। মহারাজ বিরজের আবির্ভাবের ফলে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশও চিরকালের জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের বর্ণনা' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।